তারিখ ..... 18 FEB 2017
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 2 ......

সংবাদ

গাংনী : রামকৃষ্ণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খোলা আকাশের নিচে ক্লাস নিচ্ছেন শিক্ষক -সংবাদ

গাংনীর রামকৃষ্ণপুর প্রা. স্কুল

কক্ষ সংকটে খোলা আকাশের নিচে পাঠদান

প্রতিনিধি, মেহেরপুর

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রামকৃষ্ণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবল
শ্রেণী সংকট থাকায় খোলা আকাশের নিচে চলছে পাঠদান। প্রধান শিক্ষকের
বক্তব্য অনুসারে অবকাঠামোগত সমস্যার কারণে দু'শিফটে গাদাগাদি করে
বসিয়ে কোন রকমে পাঠদান চালিয়ে নিতে হয়। পর্যাপ্ত শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি
থাকলেও স্কুল ভবন, বেঞ্চসহ নানা সংকট নিয়ে এগেয়ে চলছে এ বিদ্যালয়টি।
রামকৃষ্ণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রুহুল আমিন জানান,
স্থানীয় জনগণের চাহিদায় ১৯৮৫ সালে এ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হলেও
সরকারিভাবে ১৯৯৩-৯৪ সালে বিদ্যালয়ের বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়। স্কুলের
মোট জমি ৩৫ শতাংশ। এর মধ্যে আবাদি জমির পরিমাণ ৭ শতক। ৩টি
শ্রেণীকক্ষ ও একটি অফিসের মধ্যে ইতোমধ্যে একটি কক্ষে প্রি-প্রাইমারি
ক্লাসের জন্য ছেড়ে দেয়া হয়েছে। বাকি দুটি রুমে শিক্ষার্থীদের ঠাসাঠাসি করে
বসিয়ে ক্লাস করানো হয়। বারবার আবেদন নিবেদন করেও কোন প্রকার
সহযোগিতা না পাওয়ায় নানা সমস্যায় জর্জরিত-জরাজীর্ণ হয়ে চলছে প্রাথমিক
বিদ্যালয়টি। দিন দিন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও শ্রেণীকক্ষ বৃদ্ধি না
পাওয়ায় কোমলমতি শিশুদের খোলা আকাশের নিচে রোদে পুড়ে ক্লাস করতে
হয়। এতে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটছে। এ ব্যাপারে স্কুলের পরিচালনা
পর্ষদের সভাপতি গোলাম কাওছার জানান, ক্লাসরুমের ছাদের অবস্থাও
ঝুঁকিপূর্ণ। অনেকাংশে ফাটল ধরেছে। ক্লাসরুম না থাকায় দুই শিফটে ক্লাস
নেয়া হয়। অন্যদিকে টয়লেটের অবস্থা ও টিউবওয়েলের অবস্থাও ভাল না।
স্কুলের সাথে গড়ে ওঠা অন্য একটি বেড়ার ঘরে কোনরকমে পাঠদান করতে
হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়টি পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোর শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষার
আলো ছড়িয়ে আসছে। বিদ্যালয়ে রয়েছে ১৬০ জন ছাত্রছাত্রী ও ৫ জন
শিক্ষক। ছাত্রছাত্রীরা জানায়, শ্রেণীকক্ষ সংকট ও বেঞ্চ না থাকায় গাদাগাদি
করে বসতে হয়। খোলা আকাশের নিচে মাটিতে বসে ক্লাস করতে গিয়ে খুব
কষ্ট হয় এবং গরমের সময় রোদে ও বর্ষায় ভিজে অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ে।
শিক্ষার্থীরা কেউ জানে না এভাবে কতদিন তাদের কষ্ট করতে হবে। কোমলমতি
শিক্ষার্থীদের কষ্টের বিষয়টি বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্রুত স্কুলটি
অবকাঠামো তৈরি ও শিক্ষার পরিবেশ ফিরে আসবে এমনটি প্রত্যাশা করেছেন
এলাকাবাসী। গাংনী ভারপ্রাপ্ত উপজেলা শিক্ষা অফিসার এহসানুল হাবীব
বলেন, রামকৃষ্ণপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তেমন কোন সংকট আছে বলে তার
জানা নেই। প্রধান শিক্ষকের সাথে আলাপ করে তিনি ব্যবস্থা নেবেন। তিনি
এখানে নতুন যোগদান করেছে। তবে বছর তিনেক পূর্বে মেহেরপুর জেলা
প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকতা জেসের আলী
জানান তিনি বিষয়টি অবগত নন। সরেজমিন পরিদর্শন করে জানাবেন বলে
তিনি বলেন। গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরিফ উজ জামান জানান,
ভবন নির্মান, বেঞ্চসহ অবকাঠোনোর জন্য শিক্ষা অফিসারের সাথে কথা বলে
প্রশাসনের সহায়তার জন্য অনুরোধ করা হবে। এছাড়া দ্রুত সময়ের মধ্যে
রামকৃষ্ণপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করে প্রাথমিক সমস্যা দূরীকরণে
ব্যবস্থা নেয়া হবে।